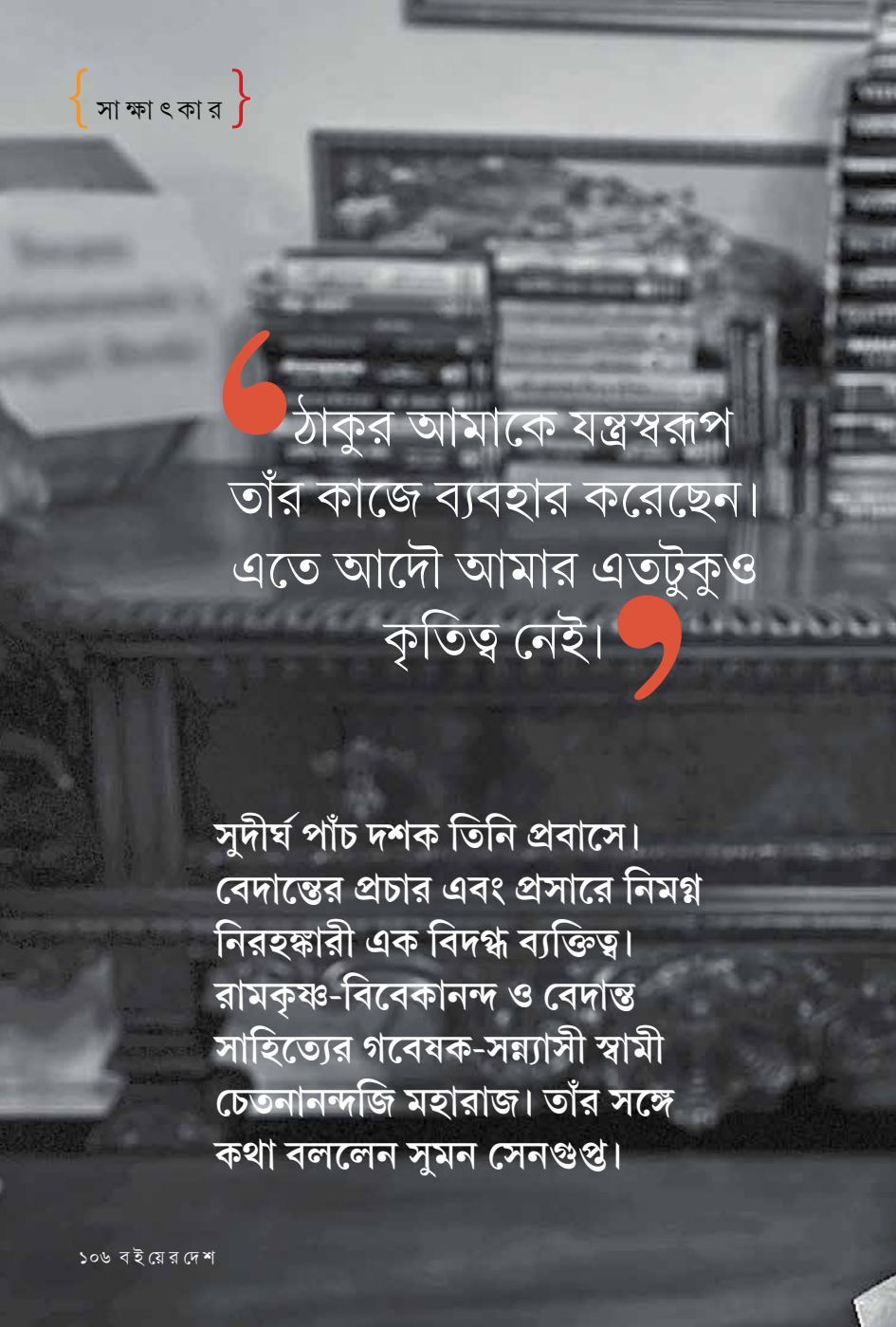

‘ঠাকুর আমাকে যন্ত্রস্বরূপ তাঁর কাজে ব্যবহার করেছেন। এতে আদৌ আমার এতটুকুও কৃতিত্ব নেই।’

সুদীর্ঘ পাঁচ দশক তিনি প্রবাসে। বেদান্তের প্রচার এবং প্রসারে নিমগ্ন নিরহঙ্কারী এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্যের গবেষক-সন্ন্যাসী স্বামী চেতনানন্দজি মহারাজ। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন সুমন সেনগুপ্ত।

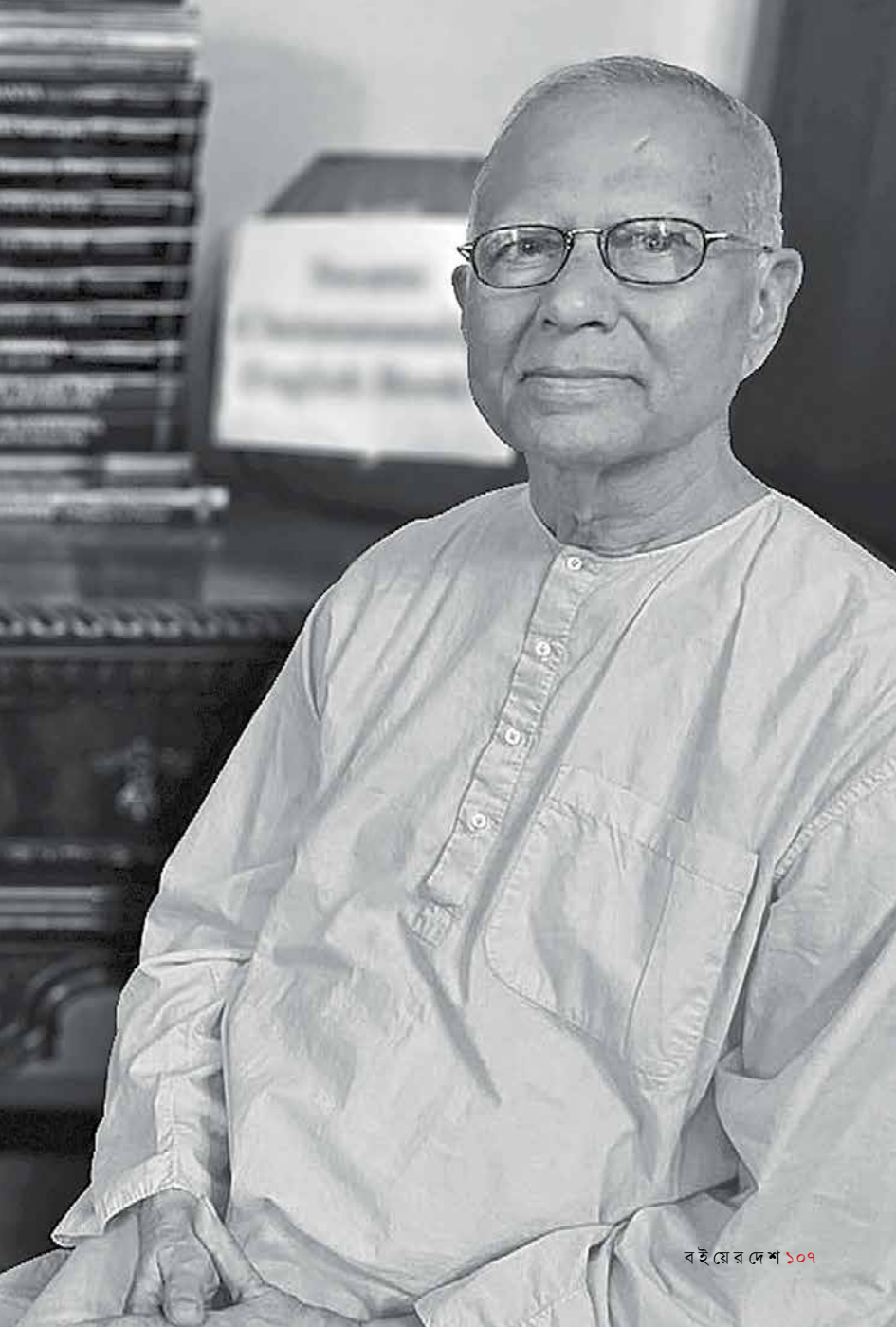

সুমন সেনগুপ্ত: মহারাজ, জীবনে কী শিখেছেন আর কী শিখতে পারেননি বলে আপনার অভিমত?

স্বামী চেতনানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যত দিন বাঁচি তত দিন শিখি। মানবকল্যাণে জীবন দাও— স্বামীজির বাণী থেকে এ কথা জেনেছি। এখন কাজের মাঝে হিন্দি শিখছি, যাতে হিন্দিভাষীদের সঙ্গে কথাবার্তায় কোনও জড়তা বা অস্পষ্টতা না-থাকে। ওঁদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনা করতে পারি।

প্র: বহুদিন পাশ্চাত্যে আছেন, সেখানকার জীবনচর্যায় বস্তুবাদ তো অনেকখানি অংশ জুড়ে, সেখানে এ দেশের ভাববাদ প্রচার এবং প্রসার— আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

উ: পাশ্চাত্যে আমার জীবনের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ঠাকুর, স্বামীজি এবং বেদান্তের বাণী বক্তৃতা, গ্রন্থ এবং বর্তমানে ইউটিউবের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রসার লাভ করে চলেছে বলেই বিশ্বাস করি।

প্র: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং বেদান্ত সাহিত্য নিয়ে কি সত্যিই তেমন কোনও উদ্দীপনা লক্ষ করেছেন না কি এটা ধনী দেশের কিছু মানুষের অবসর বা বিনোদনের একটা অবলম্বন মাত্র?

স্বামী নিখিলানন্দজি

উ: স্বামীজি বলেছিলেন, 'Vedanta is not for the masses'। জগৎকে অনিত্য করে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে অবলম্বন করার অধিকারীর সংখ্যা সব সময়েই সব দেশে কম হবে। এটা স্বাভাবিক। কাজেই...

প্র: এ বিষয়ে আপনার প্রভূত গবেষণা, কোন দিকে আলোকপাত বেশি

স্বামীজি বলেছিলেন, ‘Vedanta is not for the masses’। জগৎকে অনিত্য করে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে অবলম্বন করার অধিকারীর সংখ্যা সব সময়েই সব দেশে কম হবে। এটা স্বাভাবিক।

হওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উ: পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের পণ্ডিত সাধুদের অবদান অনস্বীকার্য। স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের গ্রন্থাদি ও অন্যান্য সাধুদের অধ্যাত্মজীবন ও বক্তৃতা কিছু বুদ্ধিজীবী মহলে সত্যিই রেখাপাত করেছে। বিদেশে আমাদের আরও বেশ কিছু পণ্ডিত সাধু প্রয়োজন।

প্র: প্রবাসে বা বিদেশে গিয়েও আপনি বাংলা ভাষায় সমান স্বচ্ছন্দ— বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলবেন?

উ: আমি মনেপ্রাণে বাংলা ভাষাকে ভালবাসি। ভাবুক, কল্পনাকুশল, প্রতিভাবান বাঙালি লেখকরা আমাদের ভাষাকে গৌরবের শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। ছাত্রবয়সে আমি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র প্রচুর পড়েছি এবং পরবর্তী সময়ে আবার দিলীপকুমার রায় এবং রাজশেখর বসুর লেখাও পড়েছি প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো! তবে আক্ষেপ একটা জায়গায় যে নেই তা নয়। সেটা হচ্ছে, বর্তমানে বাঙালি লেখকদের মধ্যে যেন কোথাও মৌলিকত্ব এবং গভীরতার একটা অভাববোধ লক্ষ করি। বিশেষ করে, ভাষা এবং চিন্তার দৈন্যের ব্যাপারটা মনকে খুব পীড়া দেয়। এটা সত্যি।

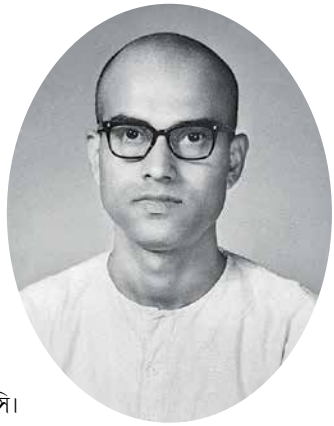

আমেরিকা যাওয়ার আগে তোলা পাসপোর্ট ছবি

প্র: বাংলা সাহিত্যে রামকৃষ্ণ সাহিত্যের অবদান কতটা বলে আপনি মনে করেন?

উ: বাংলা সাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অবদান— আমাদের অজস্র গ্রন্থাবলি তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। *কথামৃত*-এর জনপ্রিয়তা তো সর্বজনবিদিত। অনেক বাঙালি লেখকদের বই দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ যেখানে দেখতে পায় না! এই বাংলা ভাষায়

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম প্রচ্ছদ

কত পত্রিকা এবং জার্নালের জন্ম হয়েছে আবার অচিরে বা কালের নিয়মে তা হারিয়েও গেছে। কিন্তু স্বামীজি প্রবর্তিত *উদ্বোধন* পত্রিকা আজও ১২৩ বছর যাবৎ বিনা বাধায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভারতের সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এ কি কম গৌরবের কথা!

প্র: একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসছি। পূর্বাশ্রমের কথা যতটুকু আপনার পক্ষে বলা সম্ভব, যদি বলেন।

উ: আমার জন্ম ১৯৩৬ সালে, অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার এক পল্লিগ্রামে। ১৯৪৫-৪৬ সাল থেকে ঠাকুর-স্বামীজির বই পড়া শুরু করি। দেশবিভাগের পরে ১৯৫০ সালে ব্যারাকপুরে চলে আসি। সেখানে থাকা অবস্থাতেই দক্ষিণেশ্বর এবং উদ্বোধনে যাওয়ার সূত্রপাত। তার পর ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৬০ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিই।

প্র: মঠ-মিশন থেকে আধ্যাত্মিক চেতনালাভের আশায় সন্ন্যাসীরা সঙ্ঘে যোগ দেন, উল্টো দিক থেকে তাঁরা মঠ-মিশনকে কী দিয়ে আসেন— আপনার মত?

উ: এই বিশাল পৃথিবীব্যাপী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যেক সাধু-ব্রহ্মচারীর অবদান রয়েছে। তাঁরা দধীচীর মতো নিজেদের অস্থিমজ্জা

বেলুড় মঠ ট্রেনিং সেন্টারে

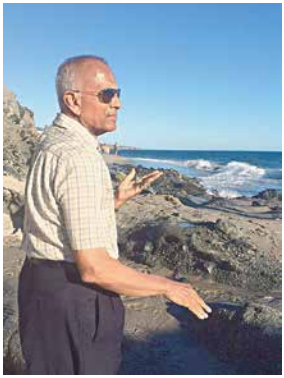

লাগুনায় শিবা রক (বাঁ দিকে); লাগুনা কটেজের সামনে

সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে আহুতি দিয়েছেন এবং আজও দিয়ে চলেছেন। সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে frontline-এ যুদ্ধ করেন। লোকে তাঁদের নামে জয়ধ্বনি দেয় বটে কিন্তু যাঁরা supply line-এ রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ করেন, তাঁদের মানুষজন দেখতে পান না। তাঁদের অবদানও কিন্তু কোনও অংশে কম নয়।

প্র: নির্জন দ্বীপে আপনি বছরের একটি সময়ে নিভৃতে সাধনা করতে যান। সঙ্গী শুধুমাত্র বইপত্র বলেই জানি। কী ধরনের বই নিয়ে যান?

উ: উনিশশো পঁচাশি সাল থেকে বছরে দু'বার আমি ক্যালিফোর্নিয়ার লাগুনা বিচে একটা কটেজে থাকি। এই কটেজটি প্রশান্ত মহাসাগরের খুব কাছে এবং আমার ঘরের বারান্দা থেকে তা দেখা যায়। আমি একা, নির্জনে সাধনভজন করি, লেখাপড়া করি এবং নিজে রান্না করে খাই। এখানে আমার বইপত্র, কম্পিউটার, জামাকাপড় সব কিছু আছে। আমি গ্রীষ্মে আড়াই মাস এবং শীতে এক মাস থাকি এখানে। ভক্তেরা এ সবের দেখাশোনা করে থাকেন। অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ, সাধনার এবং সব চেয়ে বড় কথা আত্ম-আবিষ্কারের। ভাবনা এবং মননের। যে-বিষয়ে লিখি, সেই বিষয়ের ওপর বই— দু'স্যুটকেস ভর্তি করে নিয়ে আসি, আসার সময়ে।

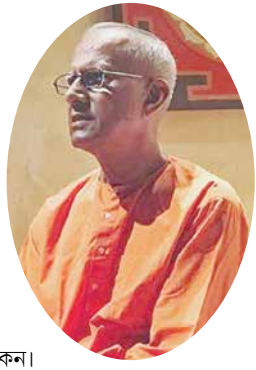

লাগুনা কটেজের নিকটস্থ কালীমন্দিরে

প্র: সভ্য জগতের সঙ্গে কি তখন একেবারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে?

উ: সপ্তাহান্তে শনিবার সন্ধে আটটা থেকে ন'টা— এই এক ঘণ্টা নিকটস্থ কালীমন্দিরে সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। আর

গ্রন্থনির্মাণের কাজটা এ দেশের মতো করে ভারতবর্ষে করা কিন্তু বেশ কঠিন ব্যাপার। দুরূহও। কারণ বিবিধ। প্রথমত, বাজেট। দ্বিতীয় বিষয়, কাগজ, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং এবং তৃতীয়ত এবং সব চেয়ে সুষমামণ্ডিত যে-বিষয়টা তা হল ডিজ়াইন।

বাকি দিনগুলিতে অবশ্য শুধুমাত্র লেখাপড়া, আর কিছু নয়।

প্র: ব্যস্ততম জীবন এখন, এর অবসরে নিভৃতপাঠ, মনন এবং মস্তিষ্কের প্রক্ষালন কী করে করা যায়? স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি বলতেন, সব ঢেউ থেমে যাবে তার পর সমুদ্রে নেমে স্নান— এ অসম্ভব। সত্যি, কিন্তু এর মধ্যে থেকে মনঃসংযোগ কী উপায়ে করেন?

উ: আমি খুব routine life lead করি। স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজের কাছ থেকে এটা আমি শিখেছি। লক্ষ্যবস্তুর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা আমার মনে হয়, মনঃসংযোগের এক এবং একমাত্র উপায়।

প্র: বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে অনুবাদের কাজকর্ম। আবিশ্বে অনুবাদ নিয়ে এর পদ্ধতি নিয়ে, এখন অনেকানেক নতুন ধ্যানধারণা তৈরি হয়েছে, আপনি কিছু বলবেন এ ব্যাপারে?

উ: আমি তিনটি ভাষায় অনুবাদ করতে শিখেছিলাম। ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি এবং সংস্কৃত থেকে ইংরেজি। অনুবাদ is an art। অনুবাদ প্রসঙ্গে ফরাসি ভাষায় একটা প্রবাদ

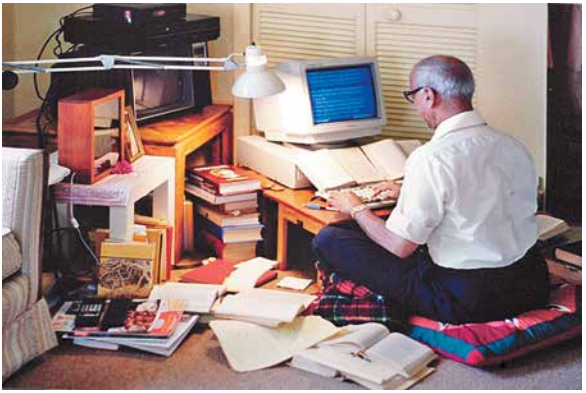

লাগুনার কটেজে কর্মরত

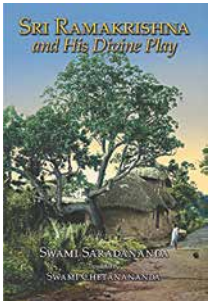

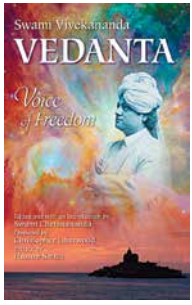

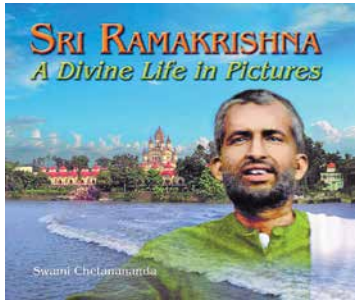

আছে, যদি বিশ্বস্ত চাও তা হলে সুন্দর হবে না; আর যদি সুন্দর চাও তা হলে বিশ্বস্ত হবে না। সেই অনুবাদই প্রশংসনীয়, যা একাধারে সুন্দর এবং বিশ্বস্ত। *লীলাপ্রসঙ্গ*-এর অনুবাদ আমার জীবনের সব চেয়ে কঠিন কাজ বলে মনে করি। ঠাকুরের কৃপায় এটি সম্ভব হয়েছে। নইলে হত না।

স্বামী চেতনানন্দ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ

প্র: ও-দেশে অর্থাৎ মার্কিন মুলুকে গ্রন্থনির্মাণ, সেই সঙ্গে আমাদের দেশে বই তৈরি— আপনি যে-হেতু নিজে এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত, কী ভাবে এই দুইয়ের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে?

উ: গ্রন্থনির্মাণের কাজটা এ দেশের মতো করে ভারতবর্ষে করা কিন্তু বেশ কঠিন ব্যাপার। দুরূহও। কারণ বিবিধ। প্রথমত, বাজেট। দ্বিতীয় বিষয়, কাগজ, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং এবং তৃতীয়ত এবং সব চেয়ে সুষমামণ্ডিত যে-বিষয়টা তা হল ডিজ়াইন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সাত-আট জন আমেরিকান ভক্ত আমার প্রত্যেকটি বইয়ের সম্পাদনা, প্রুফরিডিং, টাইপসেটিং, গ্রন্থের ডিজ়াইন, ছবি, প্রচ্ছদ, তথ্যসূচি প্রভৃতি নির্মাণে অত্যন্ত দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে থাকেন। এঁরা না-থাকলে অবশ্য এমনটি সম্ভবপর হত না।

স্বামী গম্ভীরানন্দজির সঙ্গে

প্র: শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সত্যস্বরূপ, সেই সত্যের সন্ধানে আপনি তাঁর কাজই করে চলেছেন, গ্রন্থরচনা, গবেষণা, বক্তৃতা— সত্যের পথ তো কুসুমে কুসুমে ঢাকা থাকে না

‘আমার কাছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ infinite অর্থাৎ অনন্ত’

জানি, আপনার পথেও নিশ্চয়ই কখনও-না-কখনও কাঁটা থেকেছে, কেমন সে অভিজ্ঞতা?

উ: আমি ঠাকুরের ওপর নির্ভর করি। আমার জীবনে বহু বাধাবিঘ্ন এসেছে— ঈর্ষা, বিরূপ সমালোচনা ইত্যাদির সম্মুখীনও হয়েছি। কিন্তু আমি আন্তরিক ভাবে ঠাকুর-স্বামীজির কাজ করে চলেছি। বহু মানুষের সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ— দুই-ই সম্ভব হয়েছে ঠাকুরের আশীর্বাদে।

প্র: আগামী পরিকল্পনা, কোনও বড় কাজের কথা...

উ: এখন শ্রীশ্রীমায়ের একটি pictorial-এর কাজ শুরু হয়েছে। সেটি নিয়ে ব্যস্ততা আছে। উদ্বোধন থেকে গিরীশচন্দ্রের জীবনীর অনুবাদ এবং রামকৃষ্ণ মিশন অধিবেশনের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হবে। অদ্বৈত আশ্রম থেকেও প্রাচীন সাধুদের কথার ইংরেজি অনুবাদ বেরোবে। সেই সব কাজ চলছে। ঠাকুরের কৃপায় এ যাবৎ আমি ইংরেজিতে ২২টি বই এবং বাংলাতেও ২২টি বইয়ের ওপর কাজ করেছি।

নিউ ইয়র্কে বক্তৃতারত

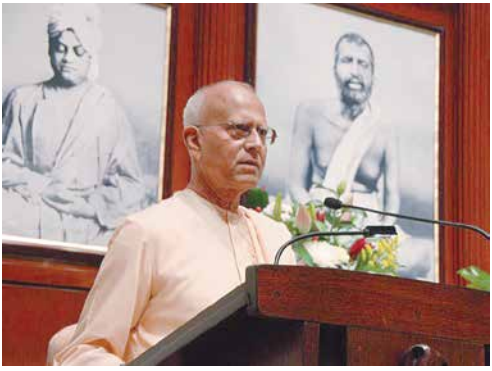

প্র: স্বদেশকে কতটা মিস করেন?

উ: এক সন্ন্যাসী

আবু ধাবিতে প্রসাদ বিতরণ (বাঁ দিকে); ডারবানে মহাত্মা গাঁধীর স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনে

আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘হরি কা নাম মিঠি বুলি অউর গরিবি বেশ। ইয়ে তিন লেকর যাঁহা যাওগে ওহি তুমহারা দেশ।’ দেশের চেয়ে যে-সব মহান সাধুদের স্নেহ-ভালবাসায় মানুষ হয়েছি তাঁদের খুব মিস করি। এখন দেশে গেলেও প্রাণ খুলে কথা বলবার লোকের সংখ্যা কমে আসছে বড়।

প্র: কিছু না-করতে পারার আক্ষেপ?

উ: ঠাকুরের কৃপায় কোনও আক্ষেপ নেই জীবনে।

প্র: আপনি যেমন সুলেখক, তেমন বাগ্মী— এত জায়গায় পৃথিবীতে বক্তৃতা দিয়েছেন, শ্রোতাদের মধ্যে কী লক্ষ করেন? তাঁরা কী খুঁজতে আসেন, কিসের আশায় আসেন? তা সে ভারতবর্ষে হোক বা পাশ্চাত্যে?

উ: ছ’-ছ’টি মহাদেশ ঘুরে দেখলাম তো— মানুষ দু’টি জিনিসই চায়। শান্তি আর আনন্দ। যা অর্থের বিনিময়ে কোনও ভাবে পাওয়া যায় না।

কানাডার ক্যালগ্যারিতে

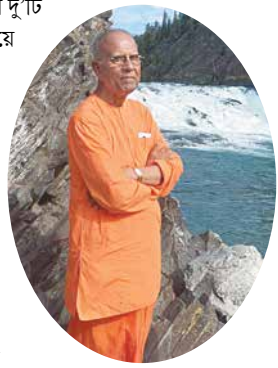

প্র: উপনিষদ এবং স্বামীজি পূর্ণতার কথা বলেছেন, মানুষ যদি তাঁর সৃষ্টিশীলতায় পূর্ণ থাকে, তাহলে কি তাঁর এ সব সাধনভজনের প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ, বলতে চাইছি কোথাও কি অপূর্ণতা থেকে ঈশ্বরের অন্বেষণে মন ছুটে যায়?

উ: বেদান্ত বলেন, মানুষ পূর্ণ বা পারফেক্ট ও মুক্ত, কিন্তু মায়ার প্রভাবে নিজেকে অপূর্ণ এবং বদ্ধ মনে করে। সাধনভজনের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করলে অজ্ঞানতা চলে যায়। এবং সে নিজেকে মুক্ত অনুভব করে। একেই বলে স্বারাজ্য সিদ্ধিঃ।

প্র: জীবনপ্রণালীর সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের একটা নিবিড় যোগের কথা শুনতে পাই আমরা, আপনি শুনেছি এ ব্যাপারে ভীষণ নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেন। প্রশ্নটা এই জন্যে যে, এই জীবনপ্রণালী তো আসলে এক অনুশীলন মাত্র, সে অনুশীলন অনেক কিছুই— পাঠ লিখন

স্বামী ভূতেশানন্দজি

চর্চা গবেষণা, শৃঙ্খলার স্থান সেখানে কতটা? কতখানি উচ্চতায় আপনি তাকে স্থান দেন?

উ: খাদ্যের সঙ্গে শরীরের নিবিড় যোগ। আমি হিতভুক, মিতভুক কারণ, দুর্বল স্টামাক। শ্রীশ্রীমা বলতেন, অধ্যাত্মজীবনে ভুঁড়ি আর মুড়ি অর্থাৎ পেট ও মাথা ঠান্ডা রাখো। আমি এই বয়সেও প্রতি দিন শরীরচর্চা করি এবং ২-৩ মাইল হাঁটিও।

প্র: প্রাচীন সাধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁদের আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের সকলের কথা স্বল্প পরিসরে হয়তো বলা সম্ভবও নয়। অবশ্য আপনি এঁদের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন আপনার লেখা দু'খণ্ডের *প্রাচীন সাধুদের কথা* বইয়ে। তার মধ্যে থেকে কিছু বলুন, তাঁদের কয়েক জনের কথা। তাঁদের কিছু স্মৃতিচারণ।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের নিয়ে বই

উ: *প্রাচীন সাধুদের কথা*— দুই খণ্ডে আমি যে-সব সাধুদের সঙ্গ করেছি তা মোটামুটি লিখেছি। স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী বোধাত্মানন্দ ও স্বামী ধীরেশানন্দ— এই চার জন সাধুর সঙ্গে বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ এসেছিল আমার জীবনে। এঁদের জীবন ছিল পবিত্রময়। এঁদের কাছ থেকে সাধুজীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছি। এ ছাড়া বহু পবিত্রমনা, প্রেমিক ও পণ্ডিত সাধুদের কাছ থেকে যা শিখেছি— তা কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

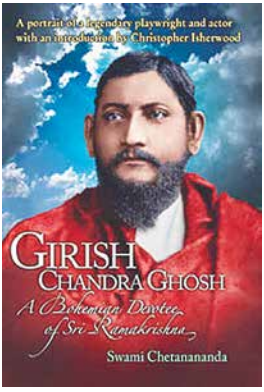

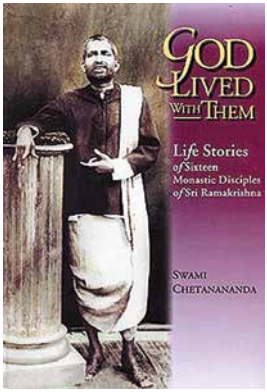

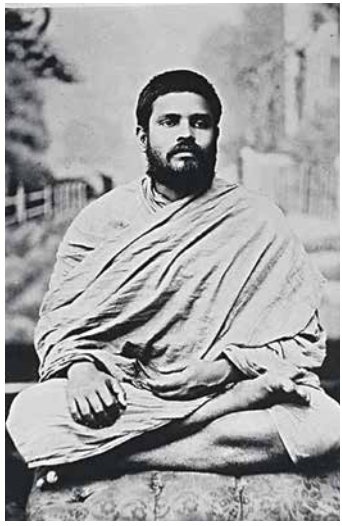

স্বামী সারদানন্দজি

প্র: গ্রন্থ সম্পাদনার কথা বলছিলেন, সম্পাদনার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

উ: গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে পূজনীয় গম্ভীর মহারাজের কাছে আমার হাতেখড়ি। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন কী ভাবে গ্রন্থাদি সম্পাদনা করতে হয়। যেমন, স্বপ্ন ও ব্যক্তিগত অনুভূতি বাদ দেবে। মনে পড়ে— আমি তখন বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে ব্রহ্মচারী। গম্ভীর মহারাজ বেলুড় মঠে ১৯৬৪ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* লিখতে শুরু করেন। দু'বছরের মধ্যে প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠা (এখন তিন খণ্ডে) লিখলেন। আমাকে ওই গ্রন্থের সম্পাদনার ভার অর্পণ করেছিলেন পূজ্যপাদ মহারাজ।

দু'টি উদাহরণ দিই: কামিনী-কাঞ্চনের অনুবাদ— lust and gold, lust and lucre, sex and money, woman and gold, lust and greed ইত্যাদি। স্বামী নিখিলানন্দ woman and gold অনুবাদ করেছেন। আধুনিক আমেরিকান মেয়েরা এ সব একদম পছন্দ করেন না। আমি *লীলাপ্রসঙ্গ* অনুবাদের সময়ে স্বামীজির নির্দেশিত lust and gold লিখেছি।

রম্যাঁ রল্যাঁ

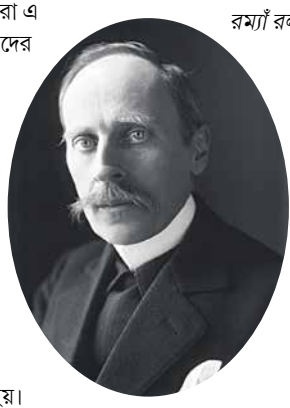

গিরীশচন্দ্রের বই লিখবার সময়ে বিনোদিনী, তারা, তিনকড়িকে নির্দেশ করেছি mistress হিসেবে। অনেকে এদের উল্লেখ করেছেন prostitute, courtesan ইত্যাদি নানা শব্দে। এ ব্যাপারে গিরীশচন্দ্রের জীবনীতে আমি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি।

প্র: বিশেষ করে গবেষণার কাজে, যেখানে তথ্যপ্রমাণাদি বা objectivity একটা খুব বড় ব্যাপার?

উ: তথ্যপ্রমাণাদির ব্যাপারে বেশ সতর্ক থাকতে হয়। এই জন্যে আমার প্রতিটি গ্রন্থে বিরাট তথ্যসূচি থাকে— যাতে ভবিষ্যতে আমাকে তথ্যের মূল ব্যাপারে কেউ চ্যালেঞ্জ না-করতে

পারেন।

স্বামী প্রভবানন্দজি

প্র: এ দেশে জীবনীকারদের লেখা জীবনী যখন পড়ি, একটা বিষয় লক্ষ করা যায়, সর্বত্র ব্যক্তিপূজার একটা লক্ষণ প্রকট। কিন্তু পাশ্চাত্যে তার দরকার হয় না। এখানেই তো সেই অবজেক্টিভিটির প্রশ্ন আসছে। আপনার কী মত এ বিষয়ে?

উ: জীবনী লেখা কঠিন। স্বামী সারদানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী authentic, descriptive, factual, interpretive and comprehensive। তিনি ঠাকুরের জীবনের কতকগুলি ঘটনা লিখে পাঠকদের কাছে ওইগুলির মতামত ন্যস্ত করেছেন। ব্যক্তিপূজামূলক জীবনী বা fictional, emotional জীবনী বাজারে বেশি দিন বিকোয় না। আমি রম্যাঁ রল্যাঁ ও স্বামী গম্ভীরানন্দজির কাছে শিখেছি, কী ভাবে জীবনী লিখতে হয়। *God lived with Them*-এ ঠাকুরের ১৬ জন সন্ন্যাসী শিষ্যের জীবনী ও *They lived with God*-এ ঠাকুরের ৩১ জন গৃহী শিষ্যদের জীবনী লিখেছি। অজস্র ঘটনা থেকে কী করে অনুপ্রেরণামূলক, প্রয়োজনীয় ঘটনা বাছাই করা এবং সংক্ষেপে লেখা যায়— সেটা কিন্তু একটা আর্ট। এটা মানতে হবে।

স্বামী নির্বাণানন্দজি

প্র: এই যে আপনি বললেন, ইউটিউব প্রভৃতির কথা— আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সাহিত্য বা সাহিত্যধর্মী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কাজেও নতুন গতি এসেছে। এটা তো একটা ভাল দিক। কিন্তু সর্বত্র, বিশেষ করে আমাদের দেশের কোনায় কোনায় তাকে পৌঁছে দেওয়ার কাজও অনেকটা বাকি। আপনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আশাবাদী?

উ: অবশ্যই আমি আশাবাদী। এখন লোকে Kindle, স্মার্টফোন, iPhone, iPad-এর মাধ্যমে e-book পড়ে। তবে একটা কথা— আমি ঠিক এঁদের serious পাঠক বলে গণ্য করি না। হাতে বই নিয়ে পড়লে যে-অনুভব হয়, প্লেনে বা ট্রেনে বসে ফোনের screen-এ পড়ে সে

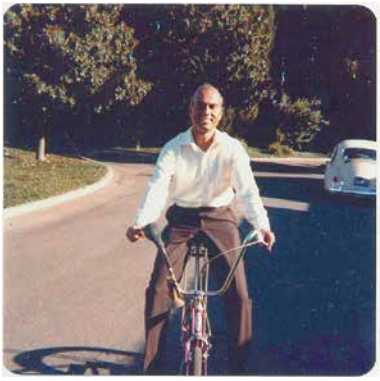

স্যাক্রামেন্টোয় সাইকেলে সওয়ার (বাঁ দিকে); সান্টা বারবারায় ১৯৭১ সালে

অনুভব হয় না— এটা আমার অভিমত। আমরা কল্পনা করতে পারি না যে ঠাকুর-স্বামীজির বই, রবীন্দ্র ও শরৎসাহিত্য সমগ্র Amazon Cloud-এ লুকিয়ে আছে!

প্র: আবার একটু অতীতচারণা করি, প্রথম যে-দিন আপনি শুনলেন আপনাকে বিদেশে গিয়ে সঙ্ঘের কাজ করতে হবে, সে দিনের অনুভূতি।

উ: ভয় ও বিস্ময়। স্বামী নির্বাণানন্দজিকে বললাম— আমি কোনও দিন ইংরেজিতে বক্তৃতা দিইনি। তিনি বললেন— প্রভবানন্দ শিখিয়ে দেবেন। ১৯৭১ সালে, হলিউডে পৌঁছলে মহারাজ তাঁর এক প্রৌঢ়া actress শিষ্যার দ্বারা আমার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রতি রবিবার আমার বক্তৃতা শুনে note নিয়ে সংশোধন করে দিতেন। তিনি আমাকে মায়ের মতো স্নেহ করতেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মনে পড়ে ১৯৭১ সালে স্বামীজির জন্মদিনে অদ্বৈত আশ্রম থেকে মঠে এলে গম্ভীর মহারাজ আমাকে হলিউডে officially যাওয়ার কথা বলেন। আমি বললাম— Wrong selection। আরও কত senior পণ্ডিত সাধু আছেন, তাঁদের পাঠান। তিনি বললেন— তুমি যদি যেতে না-চাও আমাকে জানাও, আমি মিটিংয়ে তোমার মত পেশ করব।

প্র: প্রথম দিন বিদেশের মাটিতে পা রেখে কী মনে হয়েছিল? কোনও অভিজ্ঞতা স্মরণে আসে?

উ: প্যারিসে খুব প্রতিকূল অভিজ্ঞতা হয়েছিল। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজি আমাকে receive করতে এসেছিলেন, কিন্তু দেখা

পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে জানা যায় বলশেভিক বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে ‘মসি’ বা সাহিত্যের অবদান কম কিছু নেই। যুদ্ধ প্রথম শুরু হয় মানুষের মনে, তার পর তা রূপ নেয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

হয়নি। শেষে আমি Indian ambassador-এর বাড়িতে যাই। ভাগ্যিস প্লেনে মস্কো থেকে কয়েক জন Indian diplomat-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পরে বিদ্যাত্মানন্দজি আমাকে আশ্রমে নিয়ে যান। বহু *রূপে বিবেকানন্দ* বইতে পথিকের ডায়েরিতে আমি আমার সে অভিজ্ঞতা বিশদ ভাবে লিখেছি।

প্র: আপনি সাহিত্যপ্রেমী, সাহিত্যের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এসে জড়ো হয় একে একে সব কিছু— ধর্ম সমাজনীতি রাজনীতি সব কিছু,

সেন্ট লুইতে দুর্গাপুজো

এতে সাহিত্যও ঋদ্ধ হয় কিন্তু সেই সাহিত্য দিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা মনে হলে তা বাতুলতা মনে করা হয়। অথচ সকলেরই জানা যে, অসি বনাম মসির লড়াইয়ে মসিরই জয় হয়। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা দেখা যায় না— আপনার মতে এর কারণটা কী?

উ: পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে জানা যায় বলশেভিক বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে ‘মসি’ বা সাহিত্যের অবদান কম কিছু নেই। যুদ্ধ প্রথম শুরু হয় মানুষের মনে, তার পর

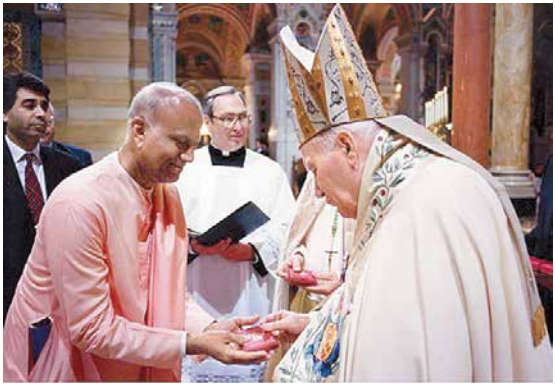

পোপ দ্বিতীয় জন পলের সঙ্গে

তা রূপ নেয় যুদ্ধক্ষেত্রে। লোভ ও ক্ষমতালিপ্সা থেকে যুদ্ধের প্রবৃত্তি মানবমনে উদিত হয়।

প্র: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে কোন দিকটি অনালোচিত বলে আপনার মনে হয়? এই জন্যেই প্রশ্নটা করছি যে, এঁদের জীবনাদর্শ নিয়ে তো আজ পর্যন্ত বহু কাজ হয়েছে, সেখানে এমন কোনও দিক কি আদৌ আছে যে, যেখানে আলোকসম্পাত করা হয়নি? তা হলে সেটি কোন দিক?

উ: আমার কাছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ infinite অর্থাৎ অনন্ত। আমাদের আচার্যেরা শাস্ত্রের ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী কত কী লিখেছেন এবং তার ওপর কত বিস্তৃত আলোচনা সহকারে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করছেন।

ক্রিস্টোফার আইশারউড ও স্বামী চেতনানন্দ

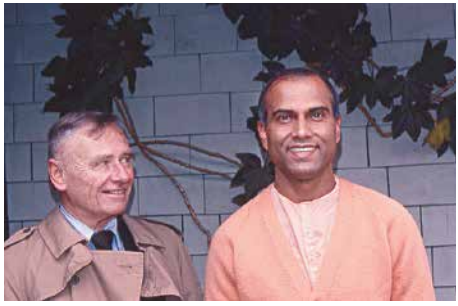

তেমনই অনন্তভাবময় ঠাকুর-স্বামীজির ওপরেও ভবিষ্যতে বহু গ্রন্থ রচিত হবে। *কথামৃত*-এর বহু শব্দ ও ভাব বর্তমান সময়ের মানুষজনের কাছে বোধগম্য নয়। স্বামী প্রেমেশানন্দ এমন কিছু শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রমুখ *কথামৃত*-এর ব্যাখ্যা করেছেন। *কথামৃত*-এ ঠাকুরের অনেক কথা বা বাক্য এখনও হৃদয়ঙ্গম করা বা বোঝা কঠিন। কোনও

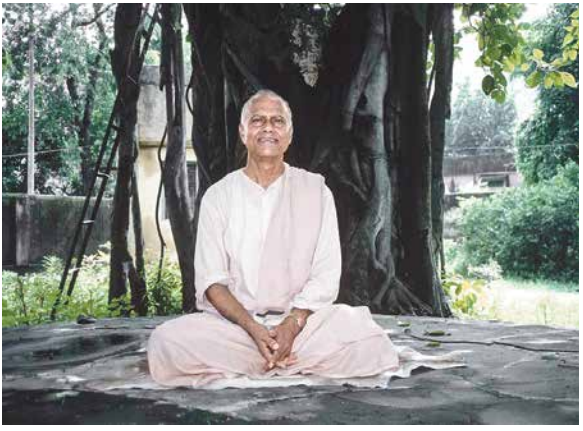

রামকৃষ্ণ কুটির, হৃষীকেশ

ভাষাবিদ-গবেষক যদি এ বিষয়ে আলোকসম্পাত করেন তবে তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করি।

প্র: অধ্যাত্মজীবনে হয়তো তেমন কেউ আগ্রহী নন, কিন্তু *গীতা চণ্ডী* বা *কথামৃত*-এর মতো গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে অজ্ঞেয়বাদীদের কী ভাবে এ সব পড়তে উৎসাহিত হতে বলবেন?

উ: আমাকে যদি কোনও জনহীন দ্বীপে সারা জীবন নির্বাসিত করা হয় তা হলে আমি দু'টি বই— *গীতা* ও *কথামৃত*— সঙ্গে নিয়ে যাব। লঙ্কা না-জেনে খেলে যেমন মুখে ঝাল লাগে, তেমনই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী— যে কেউ হোন না-কেন— *কথামৃত*-এর কথা, গল্প, গান তাঁদের মোহিত করবেই করবে— এ আমার বিশ্বাস। *ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ* গ্রন্থে আমি *লীলাপ্রসঙ্গ* ও *কথামৃত*-এর ইতিবৃত্ত বিশদ ভাবে লিখেছি।

প্র: আপনার লেখকজীবনের কথা একটু বিশদে বলবেন? বইয়ের কথা, কোন সময়ে কোনটি লেখা, কী কী বিষয়ে প্রভৃতি।

উ: আমাদের ওয়েবসাইটের ইউটিউব কলামের শেষে John Monday ৫৬ মিনিট ভিডিয়ো টেপ করেছে। তাতে আমি প্রতিটি বইয়ের প্রসঙ্গে বলেছি।

প্র: সম্পাদনার কাজ সম্পর্কে?

উ: সম্পাদনার কাজ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি।

প্র: ছবিতে দেখা যায় বিদেশে থাকার সময়ে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা স্যুট পরিহিত, আপনার ছবিতেও তেমন দেখেছি। কেমন অনুভূতি?

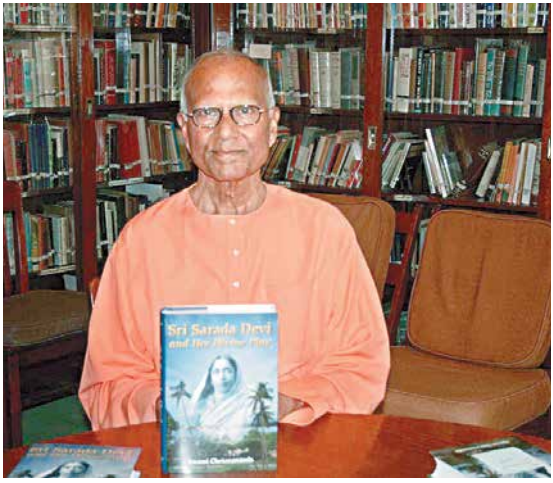

বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে

গেরুয়া রঙের স্যুট তো নয়...

উ: আমি আমেরিকায় আসার সময় ধর্মতলার একটি দোকান থেকে এক সেট স্যুট সঙ্গে নিয়ে আসি— যা এ দেশে চলে না! তার পর হলিউডে এলে প্রভবানন্দজি আমাকে হলিউড বুলেভার্ডে নামকরা দোকানে পাঠিয়ে দেন এবং দামি স্যুট কিনতে বলেন। তিনি নির্দেশ দেন— আশ্রমের ভিতরে গেরুয়া পরো এবং বক্তৃতার সময় গেরুয়া কাপড় ব্যবহার করো। কিন্তু বাইরে বেরোবার সময় বা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার সময় স্যুট পরবে। দেশে ছেঁড়া গেরুয়া ও খালি পায়ে চললে লোকে মনে করবে তুমি বৈরাগ্যবান সাধু। আমি এখনও তাঁর উপদেশ পালন করি। পঞ্চাশ বছর অতীত হয়েছে— সমাজও পাল্টেছে, তা সত্ত্বেও। এ দেশে উচ্চ মহলে মিশতে গেলে স্যুট দরকার।

প্র: কী পড়তে ভাল লাগে? কোন বিষয়? এখন কী বই পড়ছেন?

উ: শরৎচন্দ্রের মজলিশি গল্প, পরশুরামের গল্পসম্ভার, দিলীপ রায়ের স্মৃতিকথা পড়ছি। সেই সঙ্গে এখন শ্রীশ্রীমায়ের pictorial বইটির জন্যে প্রস্তুতিও নিতে হচ্ছে।

প্র: কোভিডের সময়ে কী ভাবে দিন কাটল? পড়াশোনা লেখালিখি নিয়েই?

উ: কোভিডের সময়ে দারুণ ব্যস্ত ছিলাম। প্রতি রবিবার এক ঘণ্টা

লীলাপ্রসঙ্গ-এর অনুবাদ সত্যিই খুব কঠিন কাজ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর শ্রীম এবং সারদানন্দের মাধ্যমে *কথামৃত* ও *লীলাপ্রসঙ্গ* লিখে গেছেন। কোনও মানুষ ওই ভাবে গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম নন।

বক্তৃতা ও এক ঘণ্টা Zoom-এ প্রশ্ন ও উত্তর প্রোগ্রাম ছিল, তা ছাড়া *Ramakrishna: A Divine Life in Pictures*-এর কাজ করেছি। ঠাকুরের ওপর স্বামীজির সাতটি সংস্কৃত স্তবের ইংরেজি অনুবাদ করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছি। এ ছাড়া কলকাতার ভক্তদের জন্য কয়েকটি বাংলা বক্তৃতা এখানে রেকর্ড করে পাঠিয়েছি।

প্র: রবীন্দ্রনাথের কথা আপনি শুরুতেই বলেছেন, আপনার জীবনে রবীন্দ্রনাথ— কতখানি আছেন?

উ: রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ* ও *সঞ্চয়িতা* তো পড়েইছি। *শান্তিনিকেতন*-এর দুই খণ্ড বেশ কয়েক বার পড়েছি এবং তা থেকে আদর্শ বাংলা ভাষা কী রকম হওয়া উচিত, তা জেনেছি। আমার কাছে তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলির শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৫ খণ্ড আছে— যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭৫ টাকা মূল্যে প্রকাশ করেছিল ১৯৬১ সালে। আমার জীবন স্বামীজির আদর্শে নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন poet আর স্বামীজি ছিলেন prophet— উভয়েই স্বমহিমায় দেদীপ্যমান।

প্র: *লীলাপ্রসঙ্গ-এর* অনুবাদের কাজ নিয়ে একটু বিশদে যদি বলেন।

উ: *লীলাপ্রসঙ্গ*-এর অনুবাদ সত্যিই খুব কঠিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর শ্রীম এবং সারদানন্দের মাধ্যমে *কথামৃত* ও *লীলাপ্রসঙ্গ* লিখে গেছেন। কোনও মানুষ ওই ভাবে গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম নন। আমি পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁরা যেন *Sri Ramakrishna and His Divine Play*-র Translator's Note পড়েন। সেখানে আমি অনুবাদ প্রসঙ্গে বিশদ ভাবে লিখেছি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি বলতেন, ঠাকুর যাকে দিয়ে যা করান, সে তাই করে। যা করান, তাই করে, যত ক্ষণ করান তত ক্ষণ করে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি কারণ, ঠাকুর আমাকে যন্ত্রস্বরূপ তাঁর কাজে ব্যবহার করেছেন। এতে আদৌ আমার এতটুকুও কৃতিত্ব নেই।

ছবি: বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুই